

ওম শবি চালসি



দুর্গাবাড়ী
Durgabari

॥ দোহা ॥

জয় গণেশে, গরিজা সুবন, মণ্ডল মূল সুজনা।
বলিয়া তুমি অযোধ্যায়, আমাকে নরিভীকতার বর দাও।

॥ চৌপাই ॥

জয় গরিজা, দরদিররে স্বামী, দয়ালু। সওয়া করত সাধু প্রতাপিলা।
কপালে চাঁদটা দখেতে ভালো লাগছে। কানরে দুলগুলো ক্যাকটাসরো।
শরীর ফরসা, মাথায় গড়্গার ধারা বইছে। শরীরে মুন্ডমালা নামক ক্যার
প্রয়োগ করা হয়ছে।

রাতরে রাত, রাতরে সন্তান, রাত
মায়া তার মায়ে নয়নমণি তার সুন্দর রূপটি অনন্য।
হাতে ত্রিশূল নিয়ে বলশিষ্ঠ মুর্তিটি দখেতে সুন্দর লাগে। এটি সর্বদা শত্রুদরে
ধ্বংস করে।

সমুদ্রের মাঝখানে নন্দী ও গণেশকে কীভাবে পদ্মের মতো দেখায়?
কার্তিকি শ্যাম ও গণরাও। এই চিত্র কটে বর্ণনা করতে পারবে না।
দেবতাদের এখন গিয়ে আহ্বান করা উচিত। কবেল তখনই স্বয়ং প্রভু এই
যন্ত্রণা লাঘব করবেন।

তারক এক বরাট গোলমাল সৃষ্টি করল। সকল দেবতা একসঙ্গে আপনাকে
প্রণাম করেন।

তুমি অবলম্ব্যে বার্তাটি পাঠিয়ে দাও। তারপর সবে আমাকে আঘাত করে ফলে
দলি।

তুমি জলন্ধর নামক অসুরকে বধ করছে। তোর খ্যাতি সারা বিশ্বে পরচিতি।
তিনি ত্রিপুরাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দয়া প্রদর্শন করে সকলকে রক্ষা
করছেলিনে।

যার তপহনি ভগীরথ ভারী। পুরাণ প্রবশে করল তাসু পুরারী ॥
দানশীলতায় আপনার মতো আর কটে নহে। ভৃত্য সর্বদা আপনার প্রশংসা
করে।

আমি বিদে তেঁোমার মহিমা কীর্তন করছি। আমি তাদের মধ্যে কেঁোনো
পারথক্য করতে পারিনি।

সমুদ্র মন্থনের মধ্যে অগ্নিশিখা আবরিভূত হলো। দেবতা ও অসুরেরা জ্বলতে
জ্বলতে অস্থির হয়ে উঠল।

তিনি দয়া করে আমাকে সাহায্য করছিলেন। তারপর তাঁর নাম রাখা হয়
নীলকণ্ঠ।

যখন আমি রামবন্ধুর পূজা করছিলাম, বভীষণকে জয়রে ভয় দেওয়া হয়েছিল।

ধারকটিকেঁোমরে ধরে রাখা হয়। তারপরই পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয়।

প্রভু একটি পদ্মফুল রাখেন। আমি সেই পদ্মচোঁখরে পূজা করতে চাই।

এই কঠিনি ভক্তি দেখে ভগবান শঙ্কর প্রসন্ন হলেন এবং কাঙ্ক্ষিত বরটি
প্রদান করলেন।

জয় জয় জয় অনন্ত, যিনি অবনিশ্বর এবং সকলের প্রতি দয়ালু।

এই জঘন্য স্থূলতা আমাকে সর্বদা তাড়া করে ফেরে। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে
ঘুরে বেড়াই, কিন্তু শান্তি পাই না।

আমি সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করি, আমাকে বাঁচাও। এটাই সেই মুহুর্ত,
আমাকে তীরে হাত থেকে রক্ষা করে।

ত্রিশূলটি নাও এবং শত্রুদের হত্যা করে। আমাকে বপিদ থেকে বাঁচাও।

সবাই মা, বাবা ও ভাইয়ের মতো, কিন্তু বপিদের সময় কটে তেঁোমার খোঁজ
নয় না।

স্বামীজি, আপনার উপরই আমার একমাত্র ভরসা। এসে আমার মহাদুঃখ দূর
করুন।

তিনি সর্বদা দরদিরদরে সম্পদ দান করেন। যে তা পরীক্ষা করে দেখবে, সে
পুরস্কার খুঁজে পাবে।

আমি কীভাবে আপনার প্রশংসা করব? নাথ, আমার এই ভুলের জন্য আমাকে
ক্ষমা করুন।

শঙ্কর যেন সকল দুঃখের বিনাশকারী হন। তিনি যেন মণ্ডলরে দ্বারা সকল
বাধা দূর করেন।

যোগী, ঋষি ও মুনরি ধ্যান করেন। শরদ ও নারদ মাথা নত করেন।

নমো নমো জয় নমো শিবায়। সুরা ব্রহ্মাদকি পারা না পো।

যিনি এটি পাঠ করেন, ভগবান শবি তাঁর সহায় হন।

যিনি ঋষিদের স্তোত্র পাঠ করার যোগ্য হন, তিনি পবিত্র হন।

পুত্রহীন থাকার জন্য তেঁ আমার মনে যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক না কেন, সেটাই
নিশ্চিতিভাবে শবিরে পুরসাদ হবে।

ত্রয়োদশীতে পণ্ডিতিকে আনা উচিত। ধ্যান সহকারে হোম সম্পাদন করা
উচিত।

সর্বদা ত্রয়োদশী ব্রত পালন করুন, যাতে আপনার শরীর ব্যথামুক্ত থাকে।
ধূপ, প্রদীপ ও নবৈদ্য নবদেহ করুন। শঙ্করের সামনে স্তবটি পাঠ করুন।

সকল জন্মেরে পাপ ধুয়ে যায়। শেষে ঠকানা শবিরে।

অযোধ্যাদাস বলে তেঁ আমার আশা। জানি সকল দুঃখ হারহু হামারি ॥

॥ দোহা ॥

সকালে নতিষকর্ম করুন, চালসি পাঠ করুন।

হবে বশিষপতি, আমার ইচ্ছা পূরণ করুন।

মাঘষ ষষ্ঠ শীত, সংবৎ চৌষট্টি প্রাণ।

অস্তুতি চালসি শবিরি, পূর্ণ কীন কল্যাণ ॥